



**Manaksia Coated Metals
& Industries Limited**

Corporate Identity Number : L27100WB2010PLC144409

Regd. Office :
8/1 Lal Bazar Street, Bikaner Building
3rd Floor, Kolkata - 700001, INDIA
Phone : +91 33 2243 5053 / 54 / 6055
E-mail : infomcmil@manaksia.com
Website : www.manaksiacoatedmetals.com

Dated : 14.07.2025

Sec/Coat/029/2025-26

**The Secretary
BSE Limited**
New Trading Wing,
Rotunda Building,
PJ Tower, Dalal Street,
Mumbai- 400001
Scrip Code: 539046

**The Manager
National Stock Exchange of India Limited**
Exchange Plaza, C-1, Block "G"
5th floor, Bandra Kurla Complex,
Bandra East,
Mumbai- 400051
Symbol: MANAKCOAT

Dear Madam/Sir,

Subject: Submission of Newspaper Publications

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations") read with Part A, Para A of Schedule III thereto, we hereby submit copies of the newspaper advertisement, published in "Business Standard" (English) (All Editions) and "Ekdin" (Bengali) (Kolkata Edition) on July 12, 2025 issued in compliance with Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, regarding the dispatch of Notice of the Postal Ballot, (including details pertaining to e-Voting) through electronic mode only to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/RTA/ Depository Participants as on cut-off date i.e., Friday, 4th July, 2025, seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot through electronic means.

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz.
<http://www.manaksiacoatedmetals.com>

We request you to take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Manaksia Coated Metals & Industries Limited

Shruti Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: F12124
Encl: as stated above

অনুষ্ঠান বাড়িতে তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে ‘খুন’, আটক কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অনুষ্ঠান বাড়িতেই ঘরের মধ্যে চুকিয়ে এক তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর ওই কংগ্রেসের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীপুর এলাকায়। ঘটনার সময় ওই তৃণমূল নেতাকে বাঁচতে গিয়ে তাঁর তিন আত্মীয় ওকৃতর জখম হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই হামলার ঘটনায় ছয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে মৃতের পরিবার। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, “প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে পুরনো কোনও মহিলা সংক্রান্তে ঘটনা এবং জমি বিবাদ এই খুনকাণ্ডে সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। একজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালালে হচ্ছে।” পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল নেতার নাম আবুল কালাম আজাদ (৩৬)। তাঁর বাড়ি মলিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিহাটা এলাকায়। ইংরেজবাজারের মিষ্টি এলাকার নতুন একটি বাড়ি করেছে আবুল কালাম আজাদ। সম্প্রতি সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি। ওই এলাকায় রীতিমতো জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাত লক্ষীপুর এলাকার জালালউদ্দিন মোমিনের বাড়িতেই তাঁর নাবালক ছেলের জন্মদিনের



পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। আবুল কালাম আজাদ তাঁর স্ত্রী-সহ পরিবারের লোকেরের নিয়েই রাতে ওই বাড়িতে অংশ নেন। একইভাবে সেখানে আমন্ত্রিত ছিল কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মাইনুল শেখ ও তাঁর দলবল। রাতেই ওই দু’জনের মধ্যে আচমকা বিবাদ বাঁধে। আর সেই বিবাদ চরম আকার নেয়। আচমকাই মাইনুল শেখ তার দলবল নিয়েই আবুল কালাম আজাদকে একটি ঘরের মধ্যে চুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে থাকে। ঘটনাচক্রেই মারা যায় ওই তৃণমূল নেতা। এরপরই মৃতের পরিবারের লোকেরা প্রতিবাদ জানালে, তাদের ওপরও চড়াও হয় হামলাকারী মাইনুল শেখ ও তার দলবল। সেখানেও তিনজন আহত হন। পরে আহতদের ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। মৃতের বাবা মহম্মদ আইনুল হক জানিয়েছেন, “জন্মদিনের পার্টিতে আমার কতেরে পরিকল্পনা করে খুন করেছে মাইনুল। কারণ কিছুদিন ধরে আমার ছেলের একটি নয় বিবার জমি

মাইনুল দখল করে নিয়েছিল। অথচ ওরা একসাঙ্গেই জমি জায়গার কাজ করত। এব্যাপারে ছেলে আবুল কালাম প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এছাড়াও কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তদ্রূপ করেছিল মাইনুল। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছি।” এদিকে ওই অনুষ্ঠান বাড়ির প্রধান উদ্যোগ জালালউদ্দিন মোমিন বলেন, “খুন গোলাম চলছিল তখন পার্টিতে ভিজ়ে সাউন্ডের জন্য কিছু বুঝে উঠতে পারি নি। এরপরেই ঘরের মধ্যে ওরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ঢুক যায়। হঠাৎ মাইনের গান থামতেই বিকট চিংকার শুনতে পাই। ততক্ষণে আবুল কালামকে মেরে দিয়েছে হামলাকারীরা।” এদিকে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অজান ভাদুড়ির অভিযোগ, “কয়েক মাস আগেই তৃণমূল যোগদান করেছিল মাইনুল শেখ। জেলার অনেক প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে ওঠা বাস ছিল তাঁর। এখন দলের দুর্দশা ঠেকাতে ওই অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূলের একাংশ।” তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, “কেউ যদি অপরাধ করে থাকে দল কখনওই তাঁকে প্রশ্রয় দেয় না। তবে অভিযুক্ত মইনুল শেখ তো কয়েকদিন দলের একজন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। এখানে তৃণমূলকে কোনও গোষ্ঠী কোম্পানির বিষয় নেই। বরং দলেরই এক কন্মীকে আমরা হারিয়েছি। পুলিশ অপরাধীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে এই দাবি জানানো হয়েছে।”

বিজেপি করার ‘অপরাধে’ বাংলার বাড়ি থেকে বঞ্চনা, পথে ত্রিপুরা খাটিয়ে বসবাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুরসভার লিখিত নির্দেশ পেয়ে নগদ ২৫ হাজার টাকা জমা করেও শুধুমাত্র ‘বিজেপি করার অপরাধে’ সকলের জন্য বাংলার বাড়ি প্রকল্প তথা রাজ্যের সরকারি আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ মৃত কানাই কর্মকারের স্ত্রী ও সন্তানরা। বাঁকুড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাজার এলাকার বাসিন্দা মৃত কানাই কর্মকারের ছোটো ছেলে নাডু কর্মকার ও বড় বোমা অনিতা কর্মকারের দাবি এমনটাই। তাদের স্পষ্ট অভিযোগ, “কয়েক বছর ধরে ঘোরাপর পর বাঁকুড়া পুরসভার কাছ থেকে নোটস পেয়ে ২৫ হাজার টাকা জমা করি, ভিটে বাড়িটি ভেঙে অনাদৃত ত্রিপুরার চালা খাটিয়ে থাকছি। কিন্তু বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও বাড়ি তৈরির বাদ্য টাকা পাইনি। বর্তমানে এই না-পাওয়ার পিছনে তাঁদের পরিবার বিজেপি সমর্থক হওয়ার কারণেই বাড়ি বাতিল করা হয়েছে” বলে তারা দাবি করেন। এমনকি ‘দিদিকে বলে’তে অভিযোগ করায় তাদের মিথ্যা মামলার ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। তবে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর



অভিজিৎ দত্তের দাবি, “কোনও রাজনীতির রং দেখা হয়নি। প্রথমে বাবা কানাই কর্মকারের নামে বাড়ি অনুমোদিত হয়, উনি মারা গেলে ওনার ছেলের নামে ফেরে অনুমোদন করা হয়। ছেলে প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে না পারাতেই তা বাতিল হয়েছে।” এক্ষেত্রে বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, “তৃণমূল সব সময় আমরা ওরা করে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে কর্মকার পরিবার বাড়ি না পেলে আমরা আইনের আশ্রয়ের পাশাপাশি পুরসভা ঘেরাওয়ের পথে যাব।” এদিকে, বাঁকুড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান হীরালাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, “বিজেপি মিথ্যা কথা বলেছে। উপভোক্তা মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আবেদন করতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই হবে। অনলাইনে ফের আবেদন করলেই বাড়ি পাবেন।”

রাস্তা খালে পরিণত, ভোট বয়কটের ডাক বসিরহাট উত্তর বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। রাস্তা, পাকা নিকশি-সহ একাধিক উন্নয়ন নিয়ে প্রচার করছে রাজ্যের শাসক দল। সেখানে দাঁড়িয়ে বেহাল রাস্তার কারণে ভোট বয়কটের ডাক দিল বসিরহাট উত্তর বিধানসভার বাসিন্দারা। শু শু ভোট বয়কট নয়, স্থানীয় বিধায়ক রফিকুল ইসলামের ওপর ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় মানুষ। তাদের দাবি, “বিধায়ককে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হচ্ছে না।”



প্রতিবারে শুক্রবার রাস্তা অবরোধ করে রাস্তার জমা জলে জাল ফেলে অভিনব বিকোভ দেখা দেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা। তার ওপর লাগাবার ব্যপ্তির জেরে রাস্তা খালের আকার ধারণ করেছে। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলানি মোড় থেকে শরণিয়া রেলগেট পর্যন্ত ত্রয় তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়ে মেলেনি কোনও সুরাহা। এক গ্রামবাসী হালিমা সরদার বলেন, “রাস্তায় জল জমে থাকায় ধারমের বাইরে যেতে গেলে পরবকুবেহর সামনে আমাদের শাড়ি তুলে যেতে হয়। যা অত্যন্ত

অস্বস্তিকর। পাশাপাশি গ্রামে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেখানেও পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী এবং শিক্ষকরা ঠিকভাবে পৌঁছেতে পারেন না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে যদি রাস্তা সংস্কার না হয় তাহলে আমরা এই ধারমের মানুষ ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব।” অপর এক গ্রামবাসী রাজ্জক ফকির বলেন, “এই ধারমের একাধিকবার টেন্ডার হলেও বিগত ৩০ বছর ধরে রাস্তার সংস্কারের কোনও কাজ হয়নি। বিধায়কের কোন হেলসেল নেই। তিনি প্রায়শই এলাকার থাকেন না। ফলে মানুষের দুঃখকষ্ট উত্থান ভাবে জানেন না।” বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, “ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু

ক্রম নং	প্রাপকের টিকানা (খণ্ডগ্রহীতা/জমিদারতা)	২০২২ সালের সার্বস্বত্ব আইনের ৮(৬) অধীনে নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	রিফর্ম ফেরো কাস্ট লি	৩০.০৬.২০২৫	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশে জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫.৭২ একর, এবং তদন্তিত ভবন, শেড বং নির্মাণ বহালিহাটা: বানুগাড়া, জেএল নং ৫৮, এলগাবা দাগ নং ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৭, ১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৮৭-১৮৮৮, ১৮৮৯, ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫, ১৮৯৬, ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯১৯, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫, ২০২৬, ২০২৭, ২০২৮, ২০২৯, ২০৩০, ২০৩১, ২০৩২, ২০৩৩, ২০৩৪, ২০৩৫, ২০৩৬, ২০৩৭, ২০৩৮, ২০৩৯, ২০৪০, ২০৪১, ২০৪২, ২০৪৩, ২০৪৪, ২০৪৫, ২০৪৬, ২০৪৭, ২০৪৮, ২০৪৯, ২০৫০, ২০৫১, ২০৫২, ২০৫৩, ২০৫৪, ২০৫৫, ২০৫৬, ২০৫৭, ২০৫৮, ২০৫৯, ২০৬০, ২০৬১, ২০৬২, ২০৬৩, ২০৬৪, ২০৬৫, ২০৬৬, ২০৬৭, ২০৬৮, ২০৬৯, ২০৭০, ২০৭১, ২০৭২, ২০৭৩, ২০৭৪, ২০৭৫, ২০৭৬, ২০৭৭, ২০৭৮, ২০৭৯, ২০৮০, ২০৮১, ২০৮২, ২০৮৩, ২০৮৪, ২০৮৫, ২০৮৬, ২০৮৭, ২০৮৮, ২০৮৯, ২০৯০, ২০৯১, ২০৯২, ২০৯৩, ২০৯৪, ২০৯৫, ২০৯৬, ২০৯৭, ২০৯৮, ২০৯৯, ২১০০, ২১০১, ২১০২, ২১০৩, ২১০৪, ২১০৫, ২১০৬, ২১০৭, ২১০৮, ২১০৯, ২১১০, ২১১১, ২১১২, ২১১৩, ২১১৪, ২১১৫, ২১১৬, ২১১৭, ২১১৮, ২১১৯, ২১২০, ২১২১, ২১২২, ২১২৩, ২১২৪, ২১২৫, ২১২৬, ২১২৭, ২১২৮, ২১২৯, ২১৩০, ২১৩১, ২১৩২, ২১৩৩, ২১৩৪, ২১৩৫, ২১৩৬, ২১৩৭, ২১৩৮, ২১৩৯, ২১৪০, ২১৪১, ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৪, ২১৪৫, ২১৪৬, ২১৪৭, ২১৪৮, ২১৪৯, ২১৫০, ২১৫১, ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪, ২১৫৫, ২১৫৬, ২১৫৭, ২১৫৮, ২১৫৯, ২১৬০, ২১৬১, ২১৬২, ২১৬৩, ২১৬৪, ২১৬৫, ২১৬৬, ২১৬৭, ২১৬৮, ২১৬৯, ২১৭০, ২১৭১, ২১৭২, ২১৭৩, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৬, ২১৭৭, ২১৭৮, ২১৭৯, ২১৮০, ২১৮১, ২১৮২, ২১৮৩, ২১৮৪, ২১৮৫, ২১৮৬, ২১৮৭, ২১৮৮, ২১৮৯, ২১৯০, ২১৯১, ২১৯২, ২১৯৩, ২১৯৪, ২১৯৫, ২১৯৬, ২১৯৭, ২১৯৮, ২১৯৯, ২২০০, ২২০১, ২২০২, ২২০৩, ২২০৪, ২২০৫, ২২০৬, ২২০৭, ২২০৮, ২২০৯, ২২১০, ২২১১, ২২১২, ২২১৩, ২২১৪, ২২১৫, ২২১৬, ২২১৭, ২২১৮, ২২১৯, ২২২০, ২২২১, ২২২২, ২২২৩, ২২২৪, ২২২৫, ২২২৬, ২২২৭, ২২২৮, ২২২৯, ২২৩০, ২২৩১, ২২৩২, ২২৩৩, ২২৩৪, ২২৩৫, ২২৩৬, ২২৩৭, ২২৩৮, ২২৩৯, ২২৪০, ২২৪১, ২২৪২, ২২৪৩, ২২৪৪, ২২৪৫, ২২৪৬, ২২৪৭, ২২৪৮, ২২৪৯, ২২৫০, ২২৫১, ২২৫২, ২২৫৩, ২২৫৪, ২২৫৫, ২২৫৬, ২২৫৭, ২২৫৮, ২২৫৯, ২২৬০, ২২৬১, ২২৬২, ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৬৫, ২২৬৬, ২২৬৭, ২২৬৮, ২২৬৯, ২২৭০, ২২৭১, ২২৭২, ২২৭৩, ২২৭৪, ২২৭৫, ২২৭৬, ২২৭৭, ২২৭৮, ২২৭৯, ২২৮০, ২২৮১, ২২৮২, ২২৮৩, ২২৮৪, ২২৮৫, ২২৮৬, ২২৮৭, ২২৮৮, ২২৮৯, ২২৯০, ২২৯১, ২২৯২, ২২৯৩, ২২৯৪, ২২৯৫, ২২৯৬, ২২৯৭, ২২৯৮, ২২৯৯, ২৩০০, ২৩০১, ২৩০২, ২৩০৩, ২৩০৪, ২৩০৫, ২৩০৬, ২৩০৭, ২৩০৮, ২৩০৯, ২৩১০, ২৩১১, ২৩১২, ২৩১৩, ২৩১৪, ২৩১৫, ২৩১৬, ২৩১৭, ২৩১৮, ২৩১৯, ২৩২০, ২৩২১, ২৩২২, ২৩২৩, ২৩২৪, ২৩২৫, ২৩২৬, ২৩২৭, ২৩২৮, ২৩২৯, ২৩৩০, ২৩৩১, ২৩৩২, ২৩৩৩, ২৩৩৪, ২৩৩৫, ২৩৩৬, ২৩৩৭, ২৩৩৮, ২৩৩৯, ২৩৪০, ২৩৪১, ২৩৪২, ২৩৪৩, ২৩৪৪, ২৩৪৫, ২৩৪৬, ২৩৪৭, ২৩৪৮, ২৩৪৯, ২৩৫০, ২৩৫১, ২৩৫২, ২৩৫৩, ২৩৫৪, ২৩৫৫, ২৩৫৬, ২৩৫৭, ২৩৫৮, ২৩৫৯, ২৩৬০, ২৩৬১, ২৩৬২, ২৩৬৩, ২৩৬৪, ২৩৬৫, ২৩৬৬, ২৩৬৭, ২৩৬৮, ২৩৬৯, ২৩৭০, ২৩৭১, ২৩৭২, ২৩৭৩, ২৩৭৪, ২৩৭৫, ২৩৭৬, ২৩৭৭, ২৩৭৮, ২৩৭৯, ২৩৮০, ২৩৮১, ২৩৮২, ২৩৮৩, ২৩৮৪, ২৩৮৫, ২৩৮৬, ২৩৮৭, ২৩৮৮, ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৪, ২৩৯৫, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৮, ২৩৯৯, ২৪০০, ২৪০১, ২৪০২, ২৪০৩, ২৪০৪, ২৪০৫, ২৪০৬, ২৪০৭, ২৪০৮, ২৪০৯, ২৪১০, ২৪১১, ২৪১২, ২৪১৩, ২৪১৪, ২৪১৫, ২৪১৬, ২৪১৭, ২৪১৮, ২৪১৯, ২৪২০, ২৪২১, ২৪২২, ২৪২৩, ২৪২৪, ২৪২৫, ২৪২৬, ২৪২৭, ২৪২৮, ২৪২৯, ২৪৩০, ২৪৩১, ২৪৩২, ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫, ২৪৩৬, ২৪৩৭, ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪০, ২৪৪১, ২৪৪২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, ২৪৪৫, ২৪৪৬, ২৪৪৭, ২৪৪৮, ২৪৪৯, ২৪৫০, ২৪৫১, ২৪৫২, ২৪৫৩, ২৪৫৪, ২৪৫৫, ২৪৫৬, ২৪৫৭, ২৪৫৮, ২৪৫৯, ২৪৬০, ২৪৬১, ২৪৬২, ২৪৬৩, ২৪৬৪, ২৪৬৫, ২৪৬৬, ২৪৬৭, ২৪৬৮, ২৪৬৯, ২৪৭০, ২৪৭১, ২৪৭২, ২৪৭৩, ২৪৭৪, ২৪৭৫, ২৪৭৬, ২৪৭৭, ২৪৭৮, ২৪৭৯, ২৪৮০, ২৪৮১, ২৪৮২, ২৪৮৩, ২৪৮৪, ২৪৮৫, ২৪৮৬, ২৪৮৭, ২৪৮৮, ২৪৮৯, ২৪৯০, ২৪৯১, ২৪৯২, ২৪৯৩, ২৪৯৪, ২৪৯৫, ২৪৯৬, ২৪৯৭, ২৪৯৮, ২৪৯৯, ২৫০০, ২৫০১, ২৫০২, ২৫০৩, ২৫০৪, ২৫০৫, ২৫০৬, ২৫০৭, ২৫০৮, ২৫০৯, ২৫১০, ২৫১১, ২৫১২, ২৫১৩, ২৫১৪, ২৫১৫, ২৫১৬, ২৫১৭, ২৫১৮, ২৫১৯, ২৫২০, ২৫২১, ২৫২২, ২৫২৩, ২৫২৪, ২৫২৫, ২৫২৬, ২৫২৭, ২৫২৮, ২৫২৯, ২৫৩০, ২৫৩১, ২৫৩২, ২৫৩৩, ২৫৩৪, ২৫৩৫, ২৫৩৬, ২৫৩৭, ২৫৩৮, ২৫৩৯, ২৫৪০, ২৫৪১, ২৫৪২, ২৫৪৩, ২৫৪৪, ২৫৪৫, ২৫৪৬, ২৫৪৭, ২৫৪৮, ২৫৪৯, ২৫৫০, ২৫৫১, ২৫৫২, ২৫৫৩, ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৬, ২৫৫৭, ২৫৫৮, ২৫৫৯, ২৫৬০, ২৫৬১, ২৫৬২, ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৬৬, ২৫৬৭, ২৫৬৮, ২৫৬৯, ২৫৭০, ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩, ২৫৭৪, ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৭৭, ২৫৭৮, ২৫৭৯, ২৫৮০, ২৫৮১, ২৫৮২, ২৫৮৩, ২৫৮৪, ২৫৮৫, ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৫৮৮, ২৫৮৯, ২৫৯০, ২৫৯১, ২৫৯২, ২৫৯৩, ২৫৯৪, ২৫৯৫, ২৫৯৬, ২৫৯৭, ২৫৯৮, ২৫৯৯, ২৬০০, ২৬০১, ২৬০২, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮, ২৬০৯, ২৬১০, ২৬১১, ২৬১২, ২৬১৩, ২৬১৪, ২৬১৫, ২৬১৬, ২৬১৭, ২৬১৮, ২৬১৯, ২৬২০, ২৬২১, ২৬২২, ২৬২৩, ২৬২৪, ২৬২৫, ২৬২৬, ২৬২৭, ২৬২৮, ২৬২৯, ২৬৩০, ২৬৩১, ২৬৩২, ২৬৩৩, ২৬৩৪, ২৬৩৫, ২৬৩৬, ২৬৩৭, ২৬৩৮, ২৬৩৯, ২৬৪০, ২৬৪১, ২৬৪২, ২৬৪৩, ২৬৪৪, ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭, ২৬৪৮, ২৬৪৯, ২৬৫০, ২৬৫১, ২৬৫২, ২৬৫৩, ২৬৫৪, ২৬৫৫, ২৬৫৬, ২৬৫৭, ২৬৫৮, ২৬৫৯, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৬৬২, ২৬৬৩, ২৬৬৪, ২৬৬৫, ২৬৬৬, ২৬৬৭, ২৬৬৮, ২৬৬৯, ২৬৭০, ২৬৭১, ২৬৭২, ২৬৭৩, ২৬৭৪, ২৬৭৫, ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৬৭৮, ২৬৭৯, ২৬৮০, ২৬৮১, ২৬৮২, ২৬৮৩, ২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬, ২৬৮৭, ২৬৮৮, ২৬৮৯, ২৬৯০, ২৬৯১, ২৬৯২, ২৬৯৩, ২৬৯৪, ২৬৯৫, ২৬৯৬, ২৬৯৭, ২৬৯৮, ২৬৯৯, ২৭০০, ২৭০১, ২৭০২, ২৭০৩, ২৭০৪, ২৭০৫, ২৭০৬, ২৭০৭, ২৭০৮, ২৭০৯, ২৭১০, ২৭১১, ২৭১২, ২৭১৩, ২৭১৪, ২৭১৫, ২৭১৬, ২৭১৭, ২৭১৮, ২৭১৯, ২৭২০, ২৭২১, ২৭২২, ২৭২৩, ২৭২৪, ২৭২৫, ২৭২৬, ২৭২৭, ২৭২৮, ২৭২৯, ২৭৩০, ২৭৩১, ২৭৩২, ২৭৩৩, ২৭৩৪, ২৭৩৫, ২৭৩৬, ২৭৩৭, ২৭৩৮, ২৭৩৯, ২৭৪০, ২৭৪১, ২৭৪২, ২৭

